Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# নেক সুরতে শয়তানের ধোকা


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান

আক্বিদা ও ফিক্বহ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম



জমা দিয়েছেনঃ

কাশফিয়া সামান্তা

রোলঃ ২১৬০২০০৩৩২২৭


১ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

## নেক সুরতে শয়তানের ধোকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান

আক্বিদা ও ফিক্বহ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাশফিয়া সামান্তা

রোলঃ ২১৬০২০০৩৩২২৭

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নেক সুরতে শয়তানের ধোকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাশফিয়া সামান্তা, আইডিঃ ২১৬০২০০৩৩২২৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান

আক্বিদা ও ফিক্বহ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নেক সুরতে শয়তানের ধোকা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

--------------

**কাশফিয়া সামান্তা**

আইডিঃ ২১৬০২০০৩৩২২৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং

# সূচিপত্র

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ ٱللَّهُ
ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ
يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٤

*তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু। তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَصْحَابِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، وَأَتْبَاعِهِ

*হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবি, তাঁর স্ত্রী-সন্তানাদি ও অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।*

# ভূমিকা

أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

মানব জীবনে কঠিনতম এক পরীক্ষা হচ্ছে বন্ধু এবং শত্রুকে চেনা। এই বন্ধু এবং শত্রু চেনার মধ্য দিয়েই মানুষের পথ তৈরি হয় - সফলতার পথ অথবা ব্যর্থতার পথ। বুদ্ধিমান তো সে, যে সফলতার পথগুলো চেনে এবং পথের কাঁটা গুলোকেও চেনে। কেমন হয় যদি বিশ্বজাহানের রব, প্রতিপালক, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ আমাদের চিনিয়ে দেন—- আমাদের সেই পুরোনো শত্রুকে, যে শত্রুর শত্রুতার সূচনা আমাদের সূচনার সাথেই।

> إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ
>
> নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহন কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।
>
> সুরা ফাতির: ৬
>
> يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
>
> ‘‘হে মানুষ সকল! তোমরা জমিনের সকল হালাল ও পবিত্র বস্তু থেকে যা পারো খাও। তবে কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কারণ, সে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’’।
>
> বাক্বারাহ্ : ১৬৮

মানুষ আল্লাহর অবাধ্য হয় নফস ও শয়তানের ফাঁদে পড়ে। শয়তানের এই ফাঁদগুলো মানুষ ভেদে ভিন্নতর হয়। কিছু ধোকা সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার আর কিছু ধোকা এমন এমন পন্থার যা সাধারন মানুষ তো দূরে থাক বহু আলেমদের নিকটও অস্পষ্ট। বৈচিত্র্যময় এই ফাঁদগুলোর অন্যতম একটি অস্পষ্ট ফাঁদ হচ্ছে - গুনাহকে নেক আবরন দিয়ে ঢেকে দেয়া, আর এই নেক

সুরতে শয়তানের ধোকা নামক ফাঁদ শয়তানের জন্য মানবজাতিকে ধোকাগ্রস্ত করার খুবই সহজ মাধ্যম এবং এটাই হলো বড় গুনাহের প্রবেশদ্বার।

হাসান বিন সালেহ (রহ.) বলেন

> إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من الخير يريد به بابا من الشر
>
> অর্থঃ শয়তান মানুষের সামনে কল্যাণের নিরানব্বইটি দরজা উন্মোচন করে, যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় অকল্যাণ।

# শয়তান কি এবং কে

শয়তান মূলত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম নয়। এটি একটি উপাধি তাদের যারা অন্যায়কারী, প্রতারণাকারী ও অবাধ্য স্বভাবধারী। অর্থাৎ এ ধরনের গুনসম্পন্ন প্রতিটি প্রাণীই শয়তান হোক তা মানুষের মধ্য হতে অথবা জিনজাতির মধ্য হতে।

> "প্রত্যেক গর্বিত এবং বিদ্রোহী জিন, মানুষ এবং প্রাণীকে" শয়তান বলা হয়।
>
> (সংক্ষিপ্ত ইসঃ বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড ৩৪২ পৃঃ)

> শয়তান বা শায়তান (আরবি: شَيْطَان, প্রতিবর্ণীকৃত: শায়তান, হিব্রু ভাষায়: שָׂטָן, "শয়তান " বা "দানব", বহুবচন: শায়াতিন (شَيَاطِين)) হল একটি মন্দ আত্মা যা মানুষের (এবং জ্বীনদের) অন্তরে "ফিসফিস" (وَسْوَسَة, ওয়াসওয়াসা) দ্বারা পাপ করতে প্ররোচিত করে
>
> [শয়তান-উইকিপিডিয়া]

আরবিতে شَيْطَان শব্দটি شَطَنَ থেকে নেয়া যা দ্বারা তাদের বুঝানো হয় যারা হক থেকে দূরে সরে গিয়েছে বা অবাধ্য হয়েছে। কোরআনে আল্লাহ তাআলা জিন জাতির ইবলিস কে শয়তান বলেছেন,

> فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ
>
> অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে স্খলিত করল। এবং তারা যাতে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল, আর আমি বললাম, 'তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ'। (সূরা বাক্বারা: ৩৬)

উক্ত আয়াতে আদম ও হাওয়া (আ) কে ইবলিস ধোকা দিয়ে জান্নাত থেকে বের করে দিল, যা ছিল একটা শয়তানী কাজ।

> وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ
>
> আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'। (সূরা বাক্বারা: ১৪)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা শয়তানদল বলতে কুরাইশ ও ইহুদিদের নেতাদের বুঝিয়েছে অথবা মুনাফিকদের নেতাদেরকে যাদের আদেশে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো।

> اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ الطَّاغُوۡتِ فَقَاتِلُوۡۤا اَوۡلِيَآءَ الشَّيۡطٰنِ‌ۚ اِنَّ كَيۡدَ الشَّيۡطٰنِ كَانَ ضَعِيۡفًا
>
> ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। কাজেই তোমরা শায়ত্বনের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, শায়ত্বনের ফন্দি অবশ্যই দুর্বল। সূরা নিসাঃ ৭৬

উক্ত আয়াতে আল্লাহ শয়তানকে তাগুত হিসেবে উল্লেখ করেছে যার অর্থ অবাধ্য উদ্ধত এবং সীমালংঘনকারী, যে নিজেকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজেকে ইলাহ হিসেবে প্রকাশ করে।

নূহ (আ:) এর ঘটনা থেকেও জানা যায় যে নূহ (আ:) গাধাকেও শয়তান বলে সম্বোধন করেছিলেন।

> "হযরত নূহ (আ) ইবলীসকে জাহাজে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: হে পাপিষ্ঠ ইবলীস! তুই কার হুকুমে জাহাজে উঠেছিস? ইবলীস বলল, কেন? আপনিইতো আমাকে জাহাজে উঠতে বলেছিলেন। হযরত নূহ (আ) বললেন, কখন আমি তোকে জাহাজে উঠতে বললাম? উত্তরে ইবলীস বলে, গাধা যখন জাহাজে উঠছিল তখন আমি গাধার লেজ ধরে টানছিলাম। তাতে সে জাহাজে উঠতে পারছিল না। তখন আপনি রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, হে শয়তান! বিলম্ব না করে শীঘ্রই জাহাজে উঠে পড়। দেখছিসনা যে, বন্যার পানি এসে পড়েছে। আমি মনে করলাম যে, গাধাতো আর শয়তান নয়। শয়তান তো আমারই নাম। কাজেই আমি দ্রুত জাহাজে উঠে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে গাধাও জাহাজে উঠলো।" (৭৮ পৃঃ কাছাছুল আম্বিয়া)

সুতরাং শয়তান হচ্ছে শয়তানী কর্মকান্ডকারী। তবে অসংখ্য শয়তান থাকা সত্ত্বেও শয়তান বলতে সাধারণত জ্বিন জাতীর ইবলিসকে বুঝায়

# ইবলিসের পরিচয়

মানবজাতি তৈরির পূর্বে ইবলিশ নামক জিন আল্লাহর ইবাদত গুজার একজন বান্দা ছিলো যে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছিলো। তার অবস্থান ছিল ফিরিশতাদের সাথে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানব আদম (আ:) কে সৃষ্টি করলেন এবং সবাইকে সেজদা করার আদেশ দিলেন। ইবলিস ব্যতীত প্রত্যেকে সিজদা করলো যেমনটি আল্লাহ কোরআনে বলেছেন

> وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا
>
> যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল। [সূরা কাহ্ফ: ৫০]

আল্লাহর ইবাদাত গুজার একজন বান্দা ইবলিসকে, আল্লাহর অবাধ্য একজন বান্দাতে রুপান্তর হওয়ার পেছনের কারন ছিল নফসের অহংকার।

> قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ
>
> আল্লাহ বললেনঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বললঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।
>
> [সূরা আ'রাফ: ১২]

অহংকার হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে সংঘটিত প্রথম গুনাহ যার সংগঠনকারী হলো ইবলিস। এই অহংকার ইবলিসকে শয়তানে পরিনত করল যে লানতপ্রাপ্ত, অভিশপ্ত এবং জাহান্নামের যোগ্যদের সর্বপ্রধান একজন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন, ইবলিসের অহংকারের পরিনাম।

> قَالَ فَاهۡبِطۡ مِنۡهَا فَمَا یَكُوۡنُ لَكَ اَنۡ تَتَكَبَّرَ فِیۡهَا فَاخۡرُجۡ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِیۡنَ
>
> তিনি বললেন, ‘সুতরাং তুমি এখান থেকে নেমে যাও। তোমার এ অধিকার নেই যে, এখানে তুমি অহঙ্কার করবে। সুতরাং বের হও। নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত’। (সূরা আরাফ: ১৩)

ইবলিস আল্লাহর থেকে লানতপ্রাপ্ত হওয়া সত্বেও ক্ষান্ত হয়নি। সে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চেয়ে বসলো এবং আদম সন্তানদের জাহান্নামী করার চ্যালেঞ্জ দাবি করলো। সম্পূর্ণ কথোপকথন আল্লাহ কোরআনে আমাদের জানিয়েছেন,

> قَالَ اَنۡظِرۡنِیۡۤ اِلٰی یَوۡمِ یُبۡعَثُوۡنَ ۱۴ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الۡمُنۡظَرِیۡنَ ۱۵ قَالَ فَبِمَاۤ اَغۡوَیۡتَنِیۡ لَاَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَاطَكَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۱۶ ثُمَّ لَاٰتِیَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَیۡنِ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ اَیۡمَانِهِمۡ وَعَنۡ شَمَآئِلِهِمۡ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكۡثَرَهُمۡ شٰكِرِیۡنَ ۱۷ قَالَ اخۡرُجۡ مِنۡهَا مَذۡءُوۡمًا مَّدۡحُوۡرًا ؕ لَمَنۡ تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنۡكُمۡ اَجۡمَعِیۡنَ ۱۸
>
> সে (ইবলিস) বলল, আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তুমি অবকাশ প্রদত্তদের মধ্যে একজন। সে (ইবলিস) বলল, আপনি আমাকে যেমন উদ্ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। তিনি (আল্লাহ) বললেন, ধিকৃত আর বিতাড়িত হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যা, তাদের মধ্যে যারা তোকে মান্য করবে তোমাদের সবাইকে দিয়ে আমি অবশ্যই জাহান্নাম ভর্তি করব। ( সূরা আরাফ: ১৪-১৮)

এভাবেই ইবলিশ বিতারিত, অভিশপ্ত এবং মানুষের চিরশত্রুতে রূপান্তরিত হল। আল্লাহ তায়ালা ইবলিস কে এই অবকাশ তাচ্ছিল্য এবং অপমান সরূপ দিয়েছেন এবং ইবলিসের নামকরণ “ইবলিস” করা হয়েছে মূলত আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার কারণে।

# আদম (আ:) কে শয়তানের ধোঁকা

হিংসা এবং অহংকারের দরুন একটা সত্তা তার বিবেকশক্তি হারায়, ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বুদ্ধিমত্তা হারায় যেমনটি হারিয়েছিল শয়তান। আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম এবং আল্লাহ সম্পর্কে সর্বোচ্চ ধারণা রাখা সত্বেও শয়তান নিজের গলাতেই লানতের বেড়ি পড়ালো। নিজের ধ্বংসের সাথে উঠেপড়ে লাগলো আদম এবং আদম সন্তানদের ধ্বংস করার পেছনে। অতঃপর সে আদম (আ:) কে ধোঁকা দিয়ে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করল। সম্পূর্ণ ঘটনা কোরআনে আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন,

> وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
>
> এবং হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে বাস কর এবং যেখান থেকে (যে বস্তু) ইচ্ছা হয় খাও, তবে এই (বিশেষ) গাছটির কাছেও যেয়ো না। গেলে তোমরা (দু'জন) সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ( সূরা আরাফ: ১৯)
>
> فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى
>
> কিন্তু শয়ত্বান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, 'হে আদাম! আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেব চিরস্থায়ী জীবনদায়ী গাছের কথা আর এমন রাজ্যের কথা যা কোনদিন ক্ষয় হবে না?' ( সূরা ত্বহা: ১২০)

> فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَ قَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿۲۱﴾ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۲﴾
>
> অতঃপর শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিল, যাতে সে তাদের জন্য প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন করা হয়েছিল এবং সে বলল, 'তোমাদের রব তোমাদেরকে কেবল এ জন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন যে, (খেলে) তোমরা

> ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে''। আর সে তাদের নিকট শপথ করল যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকামীদের একজন'। অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করল। তাই তারা যখন গাছটির ফল আস্বাদন করল, তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল এবং তাদের রব তাদেরকে ডাকলেন যে, 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে নিশ্চয় শয়তান তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু'?
>
> ( সূরা আরফ: ২০-২২)

উল্লেখ্য যে শয়তান কখনোই সরাসরি মন্দ কাজের আদেশ করবে না বরং সে চক্রান্ত করে কুমন্ত্রণা দেবে যেরূপটি সে আদম (আ:) সাথে করে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে। অতঃপর আদম এবং হাওয়া (আ:) নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন, তওবা করলেন আল্লাহর নিকট এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন,

> قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ اَنۡفُسَنَا وَ اِنۡ لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَ تَرۡحَمۡنَا لَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ ٢٣
>
> قَالَ اهۡبِطُوۡا بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمۡ فِی الۡاَرۡضِ مُسۡتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰی حِیۡنٍ ﴿۲۴﴾ قَالَ فِیۡهَا تَحۡیَوۡنَ وَ فِیۡهَا تَمُوۡتُوۡنَ وَ مِنۡهَا تُخۡرَجُوۡنَ ﴿۲۵﴾
>
> তারা বলল, 'হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর যুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'। তিনি বললেন, 'তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু এবং যমীনে তোমাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী আবাস ও ভোগ-উপকরণ রয়েছে'। তিনি বললেন, 'তোমরা তাতে জীবন যাপন করবে এবং তাতে মারা যাবে। আর তা থেকে তোমাদেরকে বের করা হবে'।
>
> ( সূরা আরাফ: ২৩-২৫)

শয়তান এবং আল্লাহর আনুগত্যশীলদের মাঝে অন্যতম একটি পার্থক্যের নজির আল্লাহ আদম এবং হাওয়া (আ:) কে দিয়ে আমাদের শিখিয়ে দিলেন, ভুল শিকার-তওবা-ক্ষমা প্রার্থনা এবং আনুগত্য করা।

অবাধ্যতার রাস্তায় হারিয়ে না যেয়ে, অনুতপ্ততার সাথে আর-রহমানের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আনুগত্যের পথে হাটা এবং এটাই আমাদেরকে সফলতার পথে নিয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

# শয়তানের অপকৌশল

আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ হচ্ছে শির্ক এবং ধূর্ত শয়তান মানুষকে সেই শির্কের দিকেই ধাবিত করতে চায় যেন আদমসন্তানকে জাহান্নামে নেয়ার চ্যালেঞ্জে সফল হতে পারে। ইতিহাস আমাদের শয়তানের  চক্রান্তের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যে চক্রান্ত বহু জাতিকে আল্লাহর ক্রোধের সম্মুখীন করে ধ্বংসে পরিণত করেছে। নুহ (আ:) এর সম্প্রদায়, আদ ও সামুদ সম্প্রদায়, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং লুত (আ:) এর সম্প্রদায় ইত্যাদি সবই শয়তাদের চক্রান্তে পতিত হয়েই ধ্বংস হয়েছে। শয়তানের চক্রান্তের কিছু নমুনাঃ

## দুনিয়াকে সুন্দর চাকচিক্যময় প্রদর্শিত করাঃ

> اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا لَعِبٌ وَّ لَهۡوٌ وَّ زِیۡنَۃٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَیۡنَکُمۡ وَ تَکَاثُرٌ فِی الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَوۡلَادِ ؕ کَمَثَلِ غَیۡثٍ اَعۡجَبَ الۡکُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ یَهِیۡجُ فَتَرٰىهُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ یَکُوۡنُ حُطَامًا ؕ وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ۙ وَّ مَغۡفِرَۃٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضۡوَانٌ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ
>
> 'তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়'
>
> [ সূরা হাদিদ: ২০ ]

আল্লাহ তায়ালা কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন এই দুনিয়ার হাকিকত। আমরা যেন দুনিয়া অপেক্ষা আখিরাতকে প্রাধান্য দেই। অথচ শয়তান উক্ত আয়াতের বিপরীতমুখী আদম সন্তানকে শিক্ষা দেয়। সে মানুষের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি আখিরাত অপেক্ষা অধিক মোহাব্বত

তৈরি করে। যার ফলস্বরূপ আদমসন্তান আখিরাত কে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার চাকচিক্যে মত্ত হয়ে যায়। এভাবে আদমসন্তান তার চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতকে হারিয়ে ফেলে।

## মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা হিসেবে উপস্থাপন করাঃ

> يَعِدُهُمۡ وَ يُمَنِّيۡهِمۡ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيۡطٰنُ اِلَّا غُرُوۡرًا
>
> সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।
>
> সূরা নিসাঃ ১২০

যেমনটি সে জান্নাত থেকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে আদম (আ:) কে বের করেছিল,

> فَوَسۡوَسَ اِلَيۡهِ الشَّيۡطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلۡ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الۡخُلۡدِ وَمُلۡكٍ لَّا يَبۡلٰى
>
> কিন্তু শয়ত্বান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, ‘হে আদাম! আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেব চিরস্থায়ী জীবনদায়ী গাছের কথা আর এমন রাজ্যের কথা যা কোনদিন ক্ষয় হবে না?
>
> সুরা ত্বহা: ১২০

## হারামকে হালাল হিসেবে উপস্থাপন করাঃ

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ.
>
> আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই লোকদের ওপর প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ আসবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে, আমানতের খেয়ানতকারীকে আমানতদার আর আমানতদারকে খেয়ানতকারী গণ্য করা হবে এবং রুওয়াইবিয়া হবে বক্তা। জিজ্ঞাসা করা হলো, রুওয়াইবিয়া কী? তিনি বলেন, নীচ প্রকৃতির লোক, সে জনগণের হর্তাকর্তা হবে।
>
> ইবনে মাজাহ, ২/৪০৩৬

প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ যেখানে হারাম বস্তুর নাম পরিবর্তন করে হালাল দেখানো হয় যেমন: বাদ্যযন্ত্রকে হালাল ও বিনোদন, মদকে এনার্জি ড্রিংস, সুদকে ইন্টারেস্ট অথবা মুনাফা, অশ্লীলতাকে আধুনিকতা, ইসলাম বিদ্বেষকে প্রগতিশীলতা ইত্যাদি। শয়তান মানুষের মগজে এমন গুরুতর গুনাহের বিষয়কে একেবারেই হালকা ও সাধারণ করে তুলেছে।

## অলসতা ও অবসাদগ্রস্ততাকে প্রিয় করে তোলাঃ

> يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلاَثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلاً طَوِيلاً فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.
>
> শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় তিনটি গিঁট দেয়, যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতি গিটে এই বলে ফুঁ দেয় যে, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত...। সে যখন জেগে উঠে আল্লাহর

> নাম নেয় তখন একটি গিট খুলে যায়। যখন অজু করে তখন দুটি গিট খুলে যায়। আর যখন সালাত আদায় করে তখন সবকটি গিটই খুলে যায়। ফলে সে উৎফুল্ল ও আনন্দিত মনে ভোর করে। অন্যথায় সে ভোর করে বিমর্ষ মনে ও আলসে অবস্থায়।
>
> মুসলিম, ১৬৯২
>
> اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ يُخٰدِعُوۡنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمۡ ۚ وَ اِذَا قَامُوۡۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوۡا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوۡنَ النَّاسَ وَ لَا يَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيۡلًا
>
> নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।
>
> সূরা নিসা: ১৪২

আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> ذكر عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ. أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ.
>
> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন একজন লোকের কথা আলোচনা করা হলো যে ভোর পর্যন্ত রাতভর ঘুমিয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে এমন ব্যক্তি যার দু-কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। অথবা তিনি বললেন, তার কানে (শয়তান পেশাব করেছে) মুসলিম, ১৬৯০

## মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেয়া:

> يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.

> শয়তান তাদেরকে আশ্বাস দেয় এবং মিথ্যা প্রলোভন দেয়, বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে আশ্বাস দেয় তা ছলনা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।
>
> সুরা নিসা: ১২০

"কাল থেকে নামাজ পড়ব","সময় হলে আপনা আপনিই ভালো হয়ে যাব", "যদি করতাম তবে এমন হতো", "এই গুনাহ ই শেষ, এরপরই তওবা করব" "হজ করে এসেই ভালো হয়ে যাব" প্রায়ই এই কথাগুলো বলি অথবা শুনি অথচ আদৌ বাস্তবায়ন হয় না। কত কত যুবক এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস নিয়েই প্রতিনিয়ত গুনাহ করে যায়, তওবা থেকে দূরে সরে যায় অথচ তওবা করার নিয়্যত ছিল। বৃদ্ধ হলে হজ করার আশায় কবর পর্যন্ত পৌঁছে যায় অথচ শয়তানের এই মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি মানুষকে কিছুই দেয় না ধোকা ছাড়া।

## নিজেকে উপদেশদানকারী ও কল্যাণকামী হিসেবে উপস্থাপিত করা:

শয়তান তার এই উপদেশ ও কল্যাণকামীতার মিথ্যা রূপ নেওয়ার কৌশল সর্বপ্রথম প্রয়োগ করে আদম (আ:) এর সাথে। আদম (আ:) এর কাছে সে কসম করে তার(আদম) সামনে নিজেকে কল্যাণকামী সাজে। মিথ্যা কসম করা সত্ত্বেও সে নিজেকে সম্বোধন করেছে কল্যাণকামী হিসেবে অথচ আদম (আ:) এর সাথে সে কল্যাণকামীতার ভূমিকা পালন করেনি বরং করেছে ধ্বংস কামনাকারীর ভূমিকা। যেমনটি কোরআনে এসেছে,

> وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
>
> সে তাদের সামনে কসম করে বলল যে, আমি তোমাদের কল্যাণকামী।
>
> সুরা আরাফঃ ২১

## ধীরে ধীরে গুনাহে অভ্যস্ত করা:

শয়তান কখনোই মানুষকে সরাসরি পাপের দিকে ডাকে না কিন্তু সে মানুষকে ভালো কাজের কৌশলে গুনাহের কাজে প্রবেশ করায় এবং ধীরে ধীরে গুনাহকে ব্যক্তির নিকট সহজ ও সাধারণ করে দেয়, ব্যক্তি তখন গুনাহকে গুনাহই মনে করে না। যেমন আজকের সমাজে সবচেয়ে সহজলভ্য বিষয় হয়ে গিয়েছে টেলিভিশন দেখা। ঘরে-বাইরে এমন কি চায়ের দোকানে পর্যন্ত টেলিভিশন সয়লাভ করেছে। শয়তান টেলিভিশনকে "সংবাদ জানা" এর নাম করে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছে অথচ এটা নিছক সংবাদ জানা পর্যন্ত রইনি। এটা হয়ে উঠেছে বেহায়াপনা অশ্লীলতা প্রতিষ্ঠাকারী। পরিবার থেকে শ্রদ্ধা ও লজ্জাবোধ উত্তোলনকারী। এক্ষেত্রে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল (দা:বা:) এর অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো:

> ১৯৭৯ সালে আমরা যখন মদীনায় ছিলাম, তখনকার একটি ঘটনা আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। আলহামদুল্লিলাহ, প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমরা হারাম থেকে বের হচ্ছিলাম। সে সময় গেটের ঠিক বাইরেই বাজার ছিল, এখনকার মতো ছিল না। আমরা দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটছিলাম। সেখানে টেলিভিশনের দোকানও ছিল আর দোকানভর্তি টেলিভিশনগুলো দিব্যি চলছিল। সমগ্র দেশে তখন কেবলমাত্র একটা চ্যানেলই ছিল এবং এটি ছিল সরকারী চ্যানেল। আমার মনে পড়ে, একদিন আমরা হারামের বাইরে হাঁটছিলাম। তখন দোকানের টেলিভিশনে DONNY OSMOND এর অনুষ্ঠান চলছিল। জুহাইমানের বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৭৯ সালে মক্কায় যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল, তার জন্য এই টেলিভিশনও দায়ী ছিল। তাই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তখনকার বাদশাহ আলিমদের সাথে একটি মিটিং ডাকলেন। কারণ লোকজন আলিমদের মেনে চলত এবং তাঁদের কথা শুনত। মিটিং শুরু হলে বাদশাহ বললেন,"আলহামদুলিল্লাহ, আমরা টেলিভিশনের সমস্যাকে মিটিয়ে ফেলেছি এবং আলিমদের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছি আর টেলিভিশন হবে এখন দাওয়াহ কেন্দ্রিক।" বাদশাহর কথার উত্তরে কেউই কিছু বলছিল না, সবাই নীরব ছিল। এমন সময়েই শাইখ ইবনু কা'দ নীরবতা ভেঙে হকের পক্ষে দাঁড়ালেন, ব্যাপারটা এমন যে ঠিক যেন একটা সিংহ গর্জন করে উঠল। আল্লাহ জান্নাতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন।

> ইবনু কা'দ দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "এটি সত্য নয়।” ফলে সাথে সাথেই সেখানে বিবাদ শুরু হয়ে গেল।
>
> আমি ইবনু কা'দের সাথে হজ্ব করার সময়ে একদিন তাঁর পাশে বসেছিলাম। তখন একজন লোক তাঁর নিকট আসলো এবং জিজ্ঞেস করল, "শাইখ, টেলিভিশন দেখা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?" লোকটি কোনো তালিবুল ইলম ছিল না, একজন সাধারণ লোক ছিল। তাই শাইখ তাকে বিস্তারিত না বলে সংক্ষেপে এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যাতে লোকটি সহজে বুঝতে সক্ষম হয়। ইবনু কা'দ বলেছিলেন, "এমন কেউ কি আছে যে জানে তার প্রতিটি হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে এবং সে এটাও জানে তার হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস সবই নির্দিষ্ট, কিন্তু তার পরেও টেলিভিশনের মতো নোংরা জিনিসে সময় নষ্ট করে?" ইবনু কা'দ যেসব ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল টেলিভিশন। সত্তর এবং আশির দশকে সৌদিতে টেলিভিশন ছিল যাবতীয় নষ্টামির মূল। এটি হারামাইনের পবিত্র ভূমিকে দূষিত করছিল।
>
> "THE GEMS OF RAMADAN"-LECTURE SERIES BY SHAYKH AHMAD JIBRIL
>
> "ধূলিমলিন উপহার রামাদান":৪৮-৪৯

## দাওয়াহ এর কাজে ভয় দেখানোঃ

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সমাজকে, পরিবারকে এবং নিজেকে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখার অন্যতম একটি উপায়। এটি একটি সমাজকে স্থিতিশীল রাখে। আদমসন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হলো সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ কিন্তু শয়তান এত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য ভয় দেখায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> .إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

> সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও।
>
> সূরা আল ইমরান:১৭৫

সে মানুষকে বুঝায়, "দাওয়াহ দিলে সে গ্রহণ করবে না, তোমার প্রতি ক্ষিপ্ত হবে","মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কিছু না বলা ভালো","অন্যের শত্রু হইও না" "দাওয়াহ দেয়া শুধু হুজুরদের কাজ" ইত্যাদি কথার দ্বারা শয়তান মানুষকে শয়তানের বন্ধুদের ভয় দেখায়। কেননা সে কখনোই চায়না, আদমসন্তান তার গন্তব্য জান্নাতের পথ সুগম করুক। যেমন একটি ঘটনা শাইখ খালিদ আর-রাশিদ (দা:বা:) তার বইয়ের উল্লেখ করেছে,

> লোকমুখে একটা ঘটনা প্রচলিত আছে, এক লোক একটি পুরাতন জীর্ণ দেয়ালের পাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ দেয়ালটিতে ফাটল দেখা দেয় এবং তা লোকটির ওপর ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু লোকটির সেদিকে কোনো খবরই ছিল না, সে নিশ্চিন্তে সেখানে বিশ্রাম করছিল। তখন কোথেকে এক লোক এসে হাত ধরে টান দিয়ে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। এর কিছুক্ষণ পরই লোকটি যেখানে বসা ছিল সেখানে দেয়ালটি ভেঙে পড়ে। লোকটি তখন অন্তর থেকে তাকে বাঁচানো লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, জাজাকাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তুমি তো আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে। তা কে তুমি ভাই? তখন সে বলল, আমি শয়তান। লোকটি তখন আশ্চর্য হয়ে বলল, শয়তান! শয়তান হয়ে তুমি আমার সাথে এমন ভালো কাজ করলে!? শয়তান মানুষের ভালো চায়, মানুষের উপকার করে এমন তো কখনো শুনিনি। আচ্ছা, কী এমন মহৎ উদ্দেশ্যে আমাকে বাঁচালে বলো দেখি। তখন শয়তান বলল, শুনতে যখন চাচ্ছই তাহলে বলছি কেন বাঁচালাম তোমাকে, আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম তুমি নিচে বসে বিশ্রাম করছ আর দেয়ালটা তোমার ওপর ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। দেয়ালটা যদি তোমার ওপর ভেঙে পড়ে তাহলে তুমি নিশ্চিত মারা যাবে আর এতে তোমার শহিদি মৃত্যু লাভের সম্ভাবনা বেশি। কারণ যে ব্যক্তি প্রাচীর বা দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে মারা যায়, সে শহিদের মর্যাদা পায়। তাই তোমাকে বাঁচিয়ে শহিদি মৃত্যুর সৌভাগ্য থেকে তোমাকে বঞ্চিত করলাম।

"শয়তান তোমার শত্রু"- শাইখ খালিদ আর-রাশিদ :৩২

## স্থায়ী ক্ষতি সাধন করা:

শয়তান কখনোই এমন ক্ষতি করতে চায় না যার প্রভাব অস্থায়ী বরং সে সর্বদা চায় এমন ক্ষতি যার প্রভাব স্থায়ী। স্থায়ী প্রভাব অথবা ক্ষতিকে একটি চারা গাছের সাথে তুলনা করা যায় যা সময়ের সাথে সাথে শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করে। শয়তানও মানুষের মাঝে এমন কিছু প্রবেশ করিয়ে দেয় যা চারা গাছের মতোই শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ ছোট্ট কোন গুনাহ যা বড় আকার ধারণ করে এবং পাশাপাশি অন্যান্য গুনাহের প্রচলন ঘটায়। নবীজি (সা:) এর একটি হাদিস দিয়ে আমরা তা বুঝতে পারি,

> عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً، أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ : مَا صنعت شيئًا. قَالَ: ثُمَّ يُجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تركتُه حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ. قَالَ الْأَعْمَسُ:
>
> أَرَاهُ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ
>
> 'জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইবলিস পানির ওপর তার আরশ স্থাপন করে তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সে-ই, যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করোনি। অতঃপর অন্যজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি; এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত। আমি তাকে ছেড়ে দিইনি। অতঃপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে, 'হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছ।'" বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়।'
>
> সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮১৩; মুসনাদে আহমাদ, ১৪৩৭৭

হাদিস দ্বারা শয়তানের স্থায়ী ক্ষতির ক্ষেত্রে আনন্দিত হওয়া সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। কেননা স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হলে পরবর্তীতে তা সমাধানও হতো কিন্তু বিচ্ছেদের মাধ্যমে পরবর্তী সমাধানের কোনো পথ রইলো না। অর্থাৎ শয়তানকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করল একটা পরিবারের স্থায়ী ক্ষতি।

## বিভিন্ন সন্দেহে পতিত করা:

কোন বিষয় নিয়ে যুক্তি তর্ক অথবা সন্দেহ নামক ওয়াসওয়াসা দিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলা যা শয়তানের পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথেই সামঞ্জস্য রাখে। সে আদম (আ:) কে সিজদা এর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ মান্য না করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার দাবিতে সন্দেহ এবং ভ্রষ্টতার শিকার হয়। এই সন্দেহ এবং ভ্রষ্টতা তাকে সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে সরিয়ে দেয়, সে নিজের কল্যাণ চাইতে অথবা বুঝতে অক্ষমতার পরিচয় দিলো। নিজে ভ্রষ্ট হল এবং নিজের সাথেই পথভ্রষ্ট করার মিশন নিল।

> قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
>
> "সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি কসম করছি যে, আমিও তাদেরকে (মানুষ) দুনিয়াতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব।"
>
> সূরা হিজর: ৩৯

# শয়তানের হাতিয়ার

আদমসন্তানের সফলতার পেছনে অন্তরায় হচ্ছে ইবলিশ শয়তান। ইবাদতগুজার হওয়া সত্ত্বেও অহমিকা শয়তানকে তার রবের অবাধ্যতার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে নিয়েছে। সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী শয়তান তার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে আদম সন্তানকে তার সাথেই জাহান্নামে নেয়ার এবং এই চেষ্টা কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এই চেষ্টায় যেমন রয়েছে কৌশল তার পাশাপাশি রয়েছে অস্ত্র বা হাতিয়ার। শয়তানের সেই অস্ত্রগুলো থেকে কিছু অস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

## মদ বা নেশাদ্রব্যঃ

আরবিতে মদকে খমর বলা হয় যার অর্থ ঢেকে দেয়া। যেহেতু মদ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেককে ঢেকে দেয় তাই মদকে খমর বলা হয়। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকবোধ লোপ পেলে ভালো মন্দ পার্থক্য করার চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর মানুষ হারায় তার মেধাশক্তি, সম্পদ, সম্ভাবনা, সমাজিক ও পারিবারিক অবস্থান এবং সুন্দর সম্পর্কসহ মূল্যবান সময়।

> কথিত আছে, এক দুশ্চরিত্রা নারী একটি শিশুসন্তান এবং এক গ্লাস মদ নিয়ে এক আবেদের দরবারে এসে তিনটি বিষয়ের কোনো একটি বেছে নেওয়ার ব্যাপারে তাকে চাপাচাপি করল, ১. হয়তো তার সাথে জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। ২. শিশুসন্তানটিকে হত্যা করতে হবে। ৩. নয়তো মদ পান করতে হবে। আবেদ লোকটি ভাবল, জিনা করা অনেক খারাপ কাজ, সুতরাং জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া যাবে না। আর নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা তো আরও বড় অপরাধ। এ দুটোর তুলনায় মদ পান করাই বরং সহজ ও অপরাধের দিক থেকে হালকা। সুতরাং সে বলল, আমি বরং মদই পান করব, জিনা এবং শিশুহত্যা করতে পারব না। অতঃপর যখন সে মদ পান করল, তার আকল বিকল হলো, সাধারণ বিবেক-বিবেচনা হারিয়ে গেল, সে নেশাগ্রস্ত

> উন্মাদে পরিণত হলোসুতরাং আবেদ লোকটি মদ পান করল। অতঃপর সে নেশাগ্রস্ত হয়ে মহিলাটির সাথে জিনায় লিপ্ত হলো, অতঃপর মহিলাকে এবং তার সাথে থাকা শিশুটিকেও হত্যা করল।
>
> [ শয়তান তোমার শত্রু-শাইখ খালিদ আর-রাশিদ ]

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> মদ পান করবে না, কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি।
>
> ইবনু মাজাহ, ৪০৩৪

খুব সহজেই মানুষকে অজ্ঞাতভাবে বড় বড় গুনাহে লিপ্ত করার মাধ্যম হচ্ছে মদ তাই শয়তান মদকে তার অন্যতম হাতিয়ারের স্থানে জায়গা দিয়েছে।

## সংগীতঃ

সংগীত হচ্ছে মানুষের অন্তরে নিফাকি তৈরি করার শয়তানের অন্যতম একটি অস্ত্র। সংগীত শয়তানের একটি বাশিঁস্বরুপ যা অন্তরে কোরআনের স্থান সরিয়ে দেয়। এ কারণেই একটি অন্তরে একইসাথে সংগীত এবং কোরআন স্থান পায় না। ড. বিলাল ফিলিপ্স (দা:বা:) তার একটি লেকচারে সংগীতের একটি রুপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন,

> "Quran Of Shaytan"
>
> https://youtu.be/bu0X3yJYJYQ?feature=shared

যেসমস্ত কাজ আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত শুরু করা হয় সেসব কাজে শয়তানের স্থান হয়। অথচ প্রতিটি কাজে, স্থানে সংগীত নামক শয়তানের হাতিয়ার সদা বিদ্যমান। সমাজ আজ এতটাই কলুষিত। কলুষিত এই সমাজকে উন্নত করতে ভূমিকা রাখছে নানান পেশার মানুষ। ডাক্তার থেকে শুরু করে কৃষক পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণী বা পেশার মানুষের বিশেষ অবদান রয়েছে সমাজের এই উন্নতির পেছনে কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায় সংগীতশিল্পীদের উপর। সংগীতের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গরাই বা সমাজকে সুন্দর করতে, সংগীত দ্বারা কি ভূমিকা রাখছে! অথচ এই সংগীত মানুষের অন্তরকে কঠিন করে দেয় যেখানে কোরআন করে নরম। কিভাবেই বা আমরা এই কঠিন অন্তর নিয়ে উম্মাহের চিন্তা করতে পারব, সমাজ গড়ার চিন্তা করতে পারব। কিভাবে চিন্তা করব উইঘুর, আরাকান, ইরাক, ইয়েমেন, সিরিয়া, গুয়ান্তানামা  ফিলিস্তিনসহ জুলুম, অন্যায় ও অবিচারের শিকার মুসলিমদের মুক্তির কথা।

সংগীত,বাদ্যযন্ত্র,নৃত্য,সিনেমাজগতের সেই কল্পনা আমাদের এই মুক্তির চিন্তাশক্তি কেড়ে নেয় যা শয়তানকে লাভবান করে।

## যাদুবিদ্যা:

যাদুবিদ্যা সমাজের জন্য এক অভিশাপস্বর। কতশত সুন্দর সম্পর্ক, সুন্দর পরিবার এই যাদুবিদ্যার প্রভাবে নষ্ট হয়েছে হচ্ছে তার হিসাব অগণনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> وَ اتَّبَعُوۡا مَا تَتۡلُوا الشَّیٰطِیۡنُ عَلٰی مُلۡكِ سُلَیۡمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَیۡمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ كَفَرُوۡا یُعَلِّمُوۡنَ النَّاسَ السِّحۡرَ * وَ مَاۤ اُنۡزِلَ عَلَی الۡمَلَكَیۡنِ بِبَابِلَ هَارُوۡتَ وَ مَارُوۡتَ ؕ وَ مَا یُعَلِّمٰنِ مِنۡ اَحَدٍ حَتّٰی یَقُوۡلَاۤ اِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَۃٌ فَلَا تَكۡفُرۡ ؕ فَیَتَعَلَّمُوۡنَ مِنۡهُمَا مَا یُفَرِّقُوۡنَ بِهٖ بَیۡنَ الۡمَرۡءِ وَ زَوۡجِهٖ ؕ وَ مَا هُمۡ بِضَآرِّیۡنَ بِهٖ مِنۡ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَ یَتَعَلَّمُوۡنَ مَا یَضُرُّهُمۡ وَ لَا یَنۡفَعُهُمۡ ؕ وَ لَقَدۡ عَلِمُوۡا لَمَنِ اشۡتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنۡ خَلَاقٍ ؕ۟ وَ لَبِئۡسَ مَا شَرَوۡا بِهٖۤ اَنۡفُسَهُمۡ ؕ لَوۡ كَانُوۡا یَعۡلَمُوۡنَ
>
> আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত

> এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, ‘আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত।
>
> সূরা বাকারা: ১০২

যাদুবিদ্যা হলো শয়তানের এমন একটা অস্ত্র যা মানুষকে কাফের বানিয়ে দেয়। শয়তান পূজারীরা যুগ যুগ ধরে নিজেদের এবং শয়তানের সাহায্য নিতে আসা মানুষদের জাহান্নামের দিকে টেনে দিয়ে যাচ্ছে।

# ইমান নিয়ে শয়তানের ধোঁকা

দুনিয়াতে সবচেয়ে দামি নিয়ামত গুলোর মধ্যে তুলনা করলে সর্বপ্রথম অবস্থান হবে ঈমানের। আদমসন্তানের অন্তরে ঈমানের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি এর উপর ভিত্তি করে আল্লাহর নিকট আদম সন্তানের মূল্য পরিমাপ হয়। সেই আল্লাহর নিকট মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায় যার অন্তরে ঈমান রয়েছে। জীবিতদেহ এবং মৃতদেহের পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। এই ইমানের মূল্য এতটাই বেশি যে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা কিয়ামত ঘটবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত দুনিয়াতে একজন ঈমানদারও অবশিষ্ট থাকবে যেমনটি হযরত আনাস (রা:) এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ اللَّهُ
>
> 'যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে 'আল্লাহ, আল্লাহ' বলার মতো লোক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।'
>
> সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৮; জামে' তিরমিযী, ২২০৭

তবে প্রশ্ন রয়ে যায় ঈমানের বিশুদ্ধতার উপর। আল্লাহ বান্দার কাছে নির্ভেজাল ঈমানের দাবি রাখে। আমাদের কালিমাহ এর প্রথমেই আমরা সকল ইলাহ কে অস্বীকার করি অতঃপর একমাত্র ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে মানি। এবং এই বিশুদ্ধ ইমান একজন জাহান্নামের ফায়সালা প্রাপ্ত বান্দাকে চূড়ান্ত চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রতিষ্ঠিত করবে। যেমনটি নবিজীর (সা:) এর হাদিস থেকে পাই,

> আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন যখন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো। তারপর তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তারপর আমি বলব, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার অন্তরে

> সামান্য ঈমানও আছে। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমি যেন এখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতের আঙুলগুলো দেখছি।
>
> সহীহ বুখারী: ৭০০১

> আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। তাঁর পরনে তখন সাদা পোশাক ছিল। তখন তিনি ছিলেন নিদ্রিত। কিছুক্ষণ পর আবার এলাম, তখন তিনি জেগে গেছেন। তিনি বললেনঃ যে কোন বান্দা ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ বলবে এবং এ অবস্থার উপরে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললামঃ সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে? তিনি বললেনঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও। আমি বললামঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আবূ যারের নাক ধূলি ধুসরিত হলেও। আবূ যার যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন আবূ যারের নাসিকা ধূলাচ্ছন্ন হলেও বাক্যটি বলতেন। আবূ ‘আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী) বলেনঃ এ কথা প্রযোজ্য হয় মৃত্যুর সময় বা তার পূর্বে যখন সে তাওবাহ করে ও লজ্জিত হয় এবং বলে ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’, তখন তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।
>
> সহীহ বুখারী : ৫৮২৭

অর্থাৎ ঈমান হচ্ছে সেই শক্তি যেই শক্তির উসিলায় আল্লাহ একজন গুনাহগারকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যা শয়তানের মিশনের বিপরীত। তাই শয়তানের লক্ষ্য মানুষের ঈমানে আঘাত করার মাধ্যমে ঈমানহীন করা। এক্ষেত্রে শয়তান মানুষের মনে ঈমানের সংজ্ঞা কে পরিবর্তন করে দেয়। শয়তান মানুষকে বুঝায় পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ঈমানই যথেষ্ট অর্থাৎ জন্মসূত্রে মুসলিম হলেই ব্যক্তির ঈমান নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। ফলস্বর এই একটি মাত্র মতবাদই মানুষকে ধ্বংস করার অনেকগুলো পথ খুলে দেয় যেমন:

## ঈমানকে পরিচর্যাহীন ছেড়ে দেয়া:

"পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত ঈমান" নামক মতবাদের কারনে অন্যান্য আমল নিয়ে ভাবলেও ঈমান নিয়ে ভাবার সুযোগটা হয়না। পরিনামস্বরূপ সচেতনতার সাথে করা আমলগুলো থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। কেননা সব আমলের মূল ভিত্তি হল ঈমান। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের কাছ থেকে খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে শোনা যায়, "নামাজ না পড়লেও আমাদের ঈমান আছে" "পর্দা না করলেও আমাদের ঈমান আছে" উক্ত কথাগুলো ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। কেননা নামাজ ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য সরূপ যা আমরা হাদিস থেকে পাই।

*জরাজীর্ণ এই ঈমান*

*পরিচর্যা পর্যন্ত পৌঁছায়*

*যদি জানা যায় ঈমান কি!*

সুতরাং শয়তানের এই ভুল মতবাদ বিশ্বাসের দরুন আদম সন্তান ঈমান পরিচর্চা ভুলে যায় যার ফলস্বর আমলও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ঈমান পরিচর্যার ক্ষেত্রে গাফেলতি, বান্দাকে ঈমানহীন করে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছার ক্ষমতা রাখে।

## পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নজর না দেয়া:

ঈমানের উপর পরিবেশের একটি বড় প্রভাব রয়েছে। পূর্বেও পরিলক্ষিত হয়েছে যে ঈমানকে পরিচর্যার মধ্যেই রাখতে হয় অর্থাৎ আদম সন্তানের ভেতরে ঈমানের অবস্থান সর্বদা এক থাকে না। কখনো এর অবস্থান শক্তিশালী এবং কখনো দুর্বল থাকে। এই শক্তিশালী এবং দুর্বল থাকার মাঝে পরিবেশের অনেক বিশাল প্রভাব থাকে। উত্তম, নেককার মানুষের নিকটে

অবস্থান এবং নেককার মানুষ সম্বলিত স্থানে অবস্থান উভয়ই মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করে। বিপরীতেও অনুত্তম পাপিষ্ঠ মানুষ অথবা স্থান মানুষের ইমানকে দূর্বল করে দেয়। রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন,

> مثل الجليس الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ
> تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَة
>
> 'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মেশক বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতার থেকে তুমি রেহাই পাবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, নাহয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা কাপড় পুড়িয়ে দেবে, নাহয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।'
>
> সহীহ বুখারী, ২১০১; সহীহ মুসলিম, ২৬২৮

সুতরাং মানুষ শয়তানের উক্ত ভুল মতবাদে বিশ্বাসের দরুন নিজ ঈমানের উপর নজর রাখে না ফলস্বর মানুষ নিজেকে এমন সব পরিবেশ, এমন সব মানুষের নিকট আবিষ্কার করে যেখানে তার ঈমানের অবস্থান হুমকিস্বরূপ। আর এভাবেই শয়তান মানুষকে জাহান্নামের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

## গুনাহের প্রতি অসচেতনতা:

অনেক সময় একটি ছোট গুনাহ একটি অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে দেয় আবার অনেক সময় একটি বড় গুনাহ অন্তরকে ভাবান্বিত করায় না। কেউ অনায়াসে নামাজ ছেড়ে দেয় আবার কেউ এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেলে অশ্রু ঝরায়। সুযোগ থাকলেও জিকিরের মজলিস কারো অন্তরকে আকৃষ্ট করে না অন্যদিকে নানান প্রতিকূলতার মাঝেও নিজেকে জিকিরের মজলিসে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। দুজনই মানুষ তবে পার্থক্য কিসে! পার্থক্য থাকে ঈমানে। ঈমানের অবস্থা যখন উন্নত থাকে তখন মানুষ ছোট গুনাহতেও কষ্ট পায় অপরদিকে ঈমানের

অবস্থা যখন দুর্বল থাকে তখন মানুষ বড় গুনাহে লিপ্ত হতেও দ্বিধাবোধ করে না। কোরআনে আছে,

> وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
>
> তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তা-ই করতে থাকে না।
>
> সূরা আলে ইমরান: ১৩৫
>
> إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنْ تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ
>
> أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
>
> অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হলো সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। আর এমন লোকদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারও মাথার ওপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।
>
> সূরা নিসা: ১৭-১৮

সুতরাং শয়তানের এই ভুল মতবাদ মানুষকে নিজ ঈমান উন্নয়নে গাফেল করে দেয় প্রতিফলনস্বরূপ মানুষ গুনাহের প্রতি অসচেতন হয়ে পড়ে। না তার অন্তর আল্লাহর ক্ষমার

ব্যাপারে ভাবায়, আর না তার অন্তর তওবা করায়, অতএব গুনাহ তার জান্নাতের পথ সংকীর্ণ করে জাহান্নামের পথ খুলে দেয়। এভাবেই জিতে যায় শয়তান।

## নেক কাজের আনন্দ হতে বঞ্চিত হওয়া:

আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় করা প্রতিটি নেক কাজ কেবল আখিরাতের জীবনকেই সুন্দর করে না বরং দুনিয়ার জীবনকেও সুন্দর করে। এর একটি উদাহরণ হল, প্রশান্তি লাভ। প্রতিটি ভাল কাজের প্রতিদান আমরা আখিরাতে ইনশাআল্লাহ পাব। তবে প্রতিটি ভাল কাজের পর মানুষ কি অনুভব করে না, অন্তরের কোণে এক সূক্ষ্ম প্রশান্তি !! তবে এর বিপরীতও হয়। অনেক সময়ই মানুষ দুনিয়ার সেই প্রশান্তটুকু পায়না। এই অনুভব করতে না পারার কারণ ঈমানের দুর্বলতা যেমনটি রাসুল (সা:) এর হাদিস আমাদের জানিয়েছে,

> عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ
>
> 'আবু উমামা রাযি. হতে বর্ণিত, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঈমান কী জিনিস?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার নেক কাজের কারণে যদি তুমি আনন্দিত হও আর তোমার গুনাহের কারণে যদি তুমি ব্যথিত হও তাহলে তুমি মুমিন।”
>
> মুসনাদু আহমাদ (৫/২৫২)

“পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ঈমান” শয়তান এই ভুল মতবাদ আদম সন্তানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আদম সন্তানকে ভুলিয়ে দেয় ঈমানকে উন্নত করার কথা যার ফলে মানুষ ঈমান নিয়ে ভাবেনা। এভাবে করে দিনের পর দিন ঈমান দুর্বল হতে থাকে এবং মানুষ সে প্রশান্তিটুকু পায় না যে প্রশান্তিটুকু পাওয়ার কথা ছিল নেক কাজ করার মাধ্যমে।

এভাবে করেই শয়তান মানুষের ঈমান ছিনিয়ে নেয়, ঈমানের সংজ্ঞা পরিবর্তন করার মাধ্যমে। অতঃপর মানুষ ভেবেই নেয়, ঈমান পরিচর্চার বিষয় নয়। সময়ের সাথে সাথে তাই ঈমানও দুর্বল হতে থাকে। এই দুর্বলতা মানুষকে জান্নাত নামক সফলতার পথ থেকে ছিটকে দেয়, মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে নতুন পথ খুঁজে পায়, ব্যর্থতার পথ যা মানুষকে জাহান্নামের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে, এভাবে করেই সফল হয়ে যায় শয়তান।

> إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
>
> 'মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।'
>
> সূরা আনফাল: ২

অতঃপর আদম সন্তানকে ভাবতে হবে নিজের ঈমান উন্নয়ন সম্পর্কে, এর গুরুত্ব সম্পর্কে। জানতে হবে শয়তানের ঈমান নিয়ে করা ধোকা সম্পর্কে। অতঃপর ঈমান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর দেয়া পথ ও পন্থাগুলো অবলম্বন করতে হবে যেমনটি উপরে দেয়া আয়াত থেকে জানা যায়।

# সালাতের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

ঈমানের পর সালাতের অবস্থান। সালাত এমন এক আমল যা আল্লাহ সুবহানাতায়ালা সরাসরি নবীজিকে (সা:) জানিয়েছেন, জিবরীল (আ:) এর মাধ্যমে ওহী না পাঠিয়ে। শারীয়াহতে সালাতের ব্যাপারে যেমন রয়েছে উৎসাহ, তেমন রয়েছে সালাত ত্যাগের ব্যাপারে হুমকি। সালাত হচ্ছে আল্লাহর সাথে মুমিন বান্দাদের যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম। বান্দা স্বয়ং তার রবের সাথে কথা বলেন সালাতের মধ্য দিয়ে।

> সালাতে সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহর একদম কাছে চলে যায়। (মুসলিম)।
>
> সালাত ইহকালীন জীবনে এবং পরকালের জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তাদানকারী ইবাদাত। (মুসলিম)।

শয়তান কোন প্রকার সুযোগই হাতছাড়া করে না। সালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের ক্ষেত্রেও তার চক্রান্তের শেষ নেই। আদম সন্তানকে সালাতের থেকে দূরে নেয়ার রয়েছে তার নানান প্রকার চক্রান্ত। যেমন:

## সুন্নাহ সালাহ থেকে দূরে রাখা:

সে সর্বপ্রথম তীর ছুঁড়ে বান্দার নফল সালাতের দিকে। সে বান্দাকে ওয়াস-ওয়াসায় জর্জরিত করে রাখে। বান্দার মনে নফল সালাত ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। নফল সালাত অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফরজ নয় এসব বলার দ্বারা বান্দার থেকে নফল সালাত চুরি করে। ফলস্বরূপ বান্দা ধীরে ধীরে তার নফল ইবাদতগুলো থেকে মাহরুম হয়ে যায়। অতঃপর শয়তান বান্দার সুন্নাহ সালাতের দিকে নজর দেয়। একইভাবে সে বান্দাকে বোঝাতে থাকে সুন্নাহ সালাত

ফরজের মতো অতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ হাদিস থেকে আমরা পাই, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> مَنْ تَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ له بينا في الجنة: أربعا قبل الظهر. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
>
> 'যে ব্যক্তি দিবারাত্র **১২** রাকাত (সুন্নাতে মুআক্কাদা) আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে রাখেন। চার রাকাত যোহরের ফরজ নামাজের পূর্বে এবং দু-রাকাত যোহরের ফরজ নামাজের পরে, দু-রাকাত মাগরিবের ফরজ নামাজের পরে, দু-রাকাত এশার ফরজ নামাজের পরে এবং দু-রাকাত ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে।
>
> জামে' তিরমিযী: ৪১৪, সুনানুন নাসায়ী: ১৭৯৫

দ্বীন অথবা দুনিয়াবী কাজ হোক শয়তান নামাজের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে প্রচুর ব্যস্ততায় জর্জরিত করে ফেলে। ফলে ব্যক্তি সালাতে দাড়াতে বিলম্ব করেন, অতঃপর তাড়াহুড়ায় সুন্নাহ ছেড়ে দেন, আবার আদায় করলেও থাকেনা কোনো খুশু-খুযু। এভাবে করে শয়তান বান্দাকে সুন্নাত সালাত আদায়ের থেকেও সরিয়ে দেন।

সালাত দেরি করে শুরু করার মাধ্যমে শয়তানের ওয়াসওয়াসার দরজা আরো খুলে যায়। সে বান্দার মনে ওয়াসওয়াসা দিতে সক্ষম হয় যে দেরি হওয়াতে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটবে ফলস্বরপ ফরজ নামাজের পরবর্তী সুন্নাত নামাজও ছুটে যায়। এবং শয়তান তার পরবর্তী লক্ষ্য ফরজ সালাতের ব্যপারে তীর ছুড়তে পারে। সময়ের সাথে সাথে বান্দার ফরজ সালাতও ছুটে যায়।

সুন্নাহ সালাত একজন মুমিনের জন্য রাসুলের (সা:) প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। মানুষ যাকে ভালবাসে সে তার অনুকরণ করে। রাসূলকে (সা:) ভালোবাসার মাধ্যমে, অনুসরণ করার মাধ্যমে বান্দা স্বয়ং আল্লাহকেই ভালোবাসে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

> قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
>
> বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহ ও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।
>
> আল ইমরান : ৩১

সুতরাং শয়তানের এই ধোঁকা থেকে বাঁচতে আদম সন্তানের উচিত সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই সালাত আদায় করে নেয়া। সুন্নাহ, নফল সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া এবং কোনভাবেই এই আমল গুলো ছুটতে না দেয়া। প্রতিটি কাজ শুধু জায়েজ- নাজায়েজ এর মাপকাঠিতে না ফেলে নবীজি (সা:) ও তার সাহাবাগনদের (রা:) আমলের অর্থাৎ সুন্নাহের অনুসরণ করা।

## জামাতে সালাহ আদায় থেকে দূরে রাখা:

আল্লাহ আদম সন্তানকে নবী-রাসূল পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাহ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তাই আদম সন্তানকে নবী-রাসূলদের সেই দেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হাসিল করতে হবে। সালাহ এমন এক আমল যা ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সালাহ আদায়ের ক্ষেত্রেও রাসুল (সা:) অনুসরণ করা প্রত্যেক উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য জরুরি। সালাহ আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য জামাতে আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসুল (সা:) হামাগুড়ি দিয়ে হলেও পুরুষদের জামাতে শরিক হওয়া নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী, তাবিয়ীন, তাবি-তাবেয়ীনদের সীরাহতে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে হলেও জামাতে শরিক হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেক সালাফগন জামাতে অনুপস্থিত থাকাকে মুনাফিকীর সাথে তুলনা করতেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

ইবনু উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জামাতে নামাজ আদায় করা একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি উত্তম।"
সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫০

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

উসমান ইবনু আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি নামাজের জন্য পরিপূর্ণভাবে অজু করে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।”

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩২

ইবনু আব্বাস রাযি.-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'অমুক ব্যক্তি সারা দিন রোজা রাখে এবং সারা রাত নফল নামাজ পড়ে, কিন্তু জুমা ও জামাতে শরীক হয় না। তার ব্যাপারে কী বলবেন?' তিনি উত্তরে বলেন, 'লোকটি জাহান্নামী।’

জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২১৮

মুআজ ইবনু আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'ওই ব্যক্তির কাজ একেবারেই জুলুম, কুফর ও মুনাফিকী, যে মুআজ্জিনের আহ্বান শুনেও মসজিদে হাজির হয় না।’

মুসনাদু আহমাদ, ১৫৬২৭; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ২০/১৮৩ [৩৯৪]।

উক্ত হাদিস গুলোই জামাতের গুরুত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর শয়তান এত গুরুত্বপূর্ণ আমলকে বান্দার নিকট অবহেলার পাত্র বানিয়ে দেয়। শয়তান ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে আদম সন্তানের অন্তরে এর গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। যার ফলে শরয়ী ওজর ছাড়াই জামাত ছেড়ে দেয়। জামাত ছুটার মাধ্যমে নামাজ ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং আদম সন্তানের উচিত শয়তানের এই ওয়াস-ওয়াসায় কান না দেওয়া বরং জামাতের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে সচেষ্ট থাকা।

# সাওমের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি হচ্ছে সাওম বা রোজা। রোজা একটা মুমিনকে তাকওয়া শেখায়। আমলে একনিষ্ঠতা শেখায়। মুমিনের অন্তরে, ইমানে সময়ের সাথে সাথে মরিচা পড়ে। দীর্ঘ এগারো মাস পর রমাদান আসে, যা মুমিনের ঈমানের সেই মরিচা দূর করার এক মোক্ষম সময়। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা সাওমকে শুধুমাত্র তার বলে গণ্য করেছেন। কেননা সাওমে চাইলেও রিয়ার মতো শিরক করা যায়না। যেমনটি হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا ؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ
>
> 'আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আদমসন্তানের প্রতিটি সৎকাজ নিজ কল্যাণে, তবে রোজা ব্যতীত। কেননা, তা শুধু আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। রোজা মুমিনের জন্য ঢালস্বরূপ। সে তার প্রবৃত্তি ও পানাহার আমার জন্যই ত্যাগ করে। রোজাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশক তথা কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি আনন্দ তার ইফতারের সময়, রোজার কারণে আরেকবার আনন্দিত হবে যখন সে তার প্রভু আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।'
>
> সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫১; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪, ১৯০৪;

রোজা আল্লাহর নিকট এত পছন্দনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যে আল্লাহ রোজাদারের প্রতিদান স্বয়ং নিজে দেবেন। এতটা গুরুত্বের দাবি রাখে এই রোজা। শয়তান এখানেও থেমে নেই। মুমিন বান্দার থেকে রোজার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল কে ছিনিয়ে নিতে সে সদা প্রস্তুত। শয়তানের রয়েছে নানান কৌশল যেমন:

## বাহারি খানার মাধ্যমে ধোকা:

রমাদানে পানাহার ত্যাগের পরিবর্তে আমরা বানিয়ে নেই পানাহার বৃদ্ধি। অথচ পূর্ববর্তীগনের ইফতার ও সাহারি ছিল সাদাসিধে। আজকের সমাজে আমাদের ইফতার ও সাহারি হয়ে গিয়েছে বিয়ে বাড়ির আয়োজন। অনেকেই এই বিয়ে বাড়ির আয়োজনকে আখ্যা দেন, রিজিকে বরকত হিসেবে। অথচ আমাদের রাসুল সা:  ইফতার করতেন খুবই সামান্য খাদ্য দিয়ে যেমনটি হাদিস থেকে পাই,

> আনাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের আগে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পেলে শুকনা খেজুর দিয়ে এবং তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন।
>
> জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯৬,

> আবদুল্লাহ বিন আবী আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত, রোজায় আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলাম। সূর্যাস্তের সময় তিনি একজনকে ডেকে বললেন, (পানিতে) ছাতু মিশিয়ে ইফতার পরিবেশন করো।
>
> সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১০১

সাহাবাগনের রোজার বর্ণনা থেকেও আমরা সাদাসিধে সেহরি করার বিষয়টি পাই। আমাদের এই বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানের দরুন রোজার প্রকৃত ফায়দা থেকে আমরা মাহরুম হয়ে যাই, প্রবৃত্তি দমনের পরিবর্তে পেটপূজারী হয়ে যাই। ফলস্বরপ তা আমাদের শরীরের উপর প্রভাব ফেলে যার ফলে রামাদানের আমলগুলো চাইলেও করা হয়ে ওঠে না। অনেকের অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে তারাবির মতো এত ফযিলতপূর্ন সালাহ থেকেও মাহরুম হয়ে যায়। দিনশেষে রোজার ফায়দা পাওয়া তো দূর, শয়তানের বিরুদ্ধে ঢালও কাজ করেনা।

## রোজার প্রস্তুতির ব্যাপারে গাফেল করে দেয়া:

দীর্ঘ এগারো মাস প্রবৃত্তি পূজার পর হঠাৎ করে চাইলেই আমরা রোজার প্রস্তুতি নিতে পারি না। ফলস্বরূপ আমলে নানান ঘাটতি রয়ে যায়। রাসূল (সা:) আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন এর উত্তম সমাধান। তিনি রমাদানের দুই মাস পুর্ব হতে প্রস্তুতি নিতেন যেমনটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন,

> مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ
>
> 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমজান ব্যতীত পূর্ণ মাস রোজা রাখতে দেখিনি। আর শাবান মাস অপেক্ষা অন্য মাসে অধিক রোজা রাখতে তাঁকে দেখিনি।
>
> সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৬

হযরত আয়েশা রাযি. আরও বলেন,

> كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانَ
>
> 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রিয় আমল ছিল শাবান মাসে রোজা রাখা।
>
> আবু দাউদ, ২৪৩১; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২৫৫৪৮

তাই শয়তানের ধোকায় পা না দিয়ে আমাদের রাসূল সা: এর মতোই রামাদানের প্রস্তুতি রামাদানের আগেই নিতে হবে।

## গুনাহের দিকে ওয়াসওয়াসা:

অনেকে সাওম রেখে গুনাহের দিকে লক্ষ্য দেন না। আবার লক্ষ্য রাখলেও ইফতারের পর গুনাহ করাকে স্বাভাবিক মনে করেন। দেখা যায় সেহেরী থেকে নিয়ে ইফতার পর্যন্ত গুনাহ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও ইফতার থেকে সেহেরির আগ পর্যন্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকেন না, ধারনাটা কিছুটা এরকম যে ইফতারের পর্যন্ত গুনাহ থেকে বাঁচলেই হবে, বাকি সময়টুকু তো আর রোজার অন্তর্ভুক্ত নয়। যার ফলে নানান হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায় ফলস্বরূপ রোজার ফায়দা হাসিল হয় না। শয়তান এভাবে করেই বান্দা থেকে রোজার ফায়দা সরিয়ে দেয়।

## সারাবছর রোজা রাখার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা:

কোন বান্দার ফরজ ইবাদাতে আক্রমণ করতে শয়তান যখন ব্যর্থ হয়, তখন শয়তান নতুন কৌশল হিসেবে বান্দাকে প্রচুর নফলের মধ্যে লিপ্ত করে দেয় ফলস্বরূপ বান্দার শারীরিক শক্তি ও মনোযোগ দুটোই নষ্ট হয়, এর প্রভাবটা পড়ে ফরজ ইবাদাতে। বান্দা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং অলসতা করে ফরজের ক্ষেত্রে।

রোজার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। অনেকেই সারা বছর রোজা রাখে। সারা বছর রোজা রাখা কোন নাজায়েজ বিষয় নয়। তবে সারা বছর রোজা রাখতে যেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেলে পরিনাম স্বরূপ রিজিক তালাশ থেকে নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এভাবে করে নষ্ট হয় তার পরিবারের হক। অনেক ক্ষেত্রে তা হারাম খাদ্য পর্যন্ত নিয়ে যায়। অনবরত রোজাকারী সর্বোত্তম রোজার ফজিলত থেকে মাহরুম হয়।

> হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বলেন, আমার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হলো যে, ইবনুল আস বলে, আমি যতদিন

> জীবিত থাকব ততদিন রাতভর নামায ও দিনভর রোযা রাখব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কি এমনটি বলো? আমি তখন বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি এমনটি বলেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিছুতেই তা পারবে না। সুতরাং তুমি একদিন রোযা রাখো, একদিন পানাহার করো। রাতের কিছু সময় ঘুমাও, কিছু সময় নামায পড়ো। আর মাসের তিনদিন রোযা রাখো। কেননা ভালো কাজের প্রতিদান দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়, আর দাউদ আলাইহিস সালাম এর রোযা এমনই ছিল। তখন আমর ইবনুল আস রা. বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি রাখতে সক্ষম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখো আর দুই দিন পানাহার করো। তখন আমর ইবনুল আস বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এর চেয়ে বেশি রাখতে সক্ষম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখো একদিন পানাহার করো। আর এটাই দাউদ আলাইহিস সালাম এর রোযা এবং এ রোযাই সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ। তখন আমর ইবনুল আস রা. বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এর চেয়ে বেশি রাখতে সক্ষম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর চেয়ে উত্তম কোনো রোযা নেই।'
>
> (নাসাঈ, বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

অনেক সালাফরা সারা বছর রোজা রাখতেন তবে তা তাদের বাকি দায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাতো না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সক্ষমতার দিকে খেয়াল রাখা চাই, শয়তানের এই ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা চাই।

# পরিসমাপ্তি

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা অভিশপ্ত এই শয়তানের পরিচয় আমাদের এতটা সূক্ষ্মভাবে দিয়েছেন যেন আমরা তার ধোঁকা থেকে নিজেকে রক্ষা করে সফলতার পথ জান্নাতে যেতে পারি। অতঃপর পর্যাপ্ত সাবধানতা, কলাকৌশল জানার পরেও আমরা অবহেলা করি। তাই আমাদের বারবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয় যে শয়তান আমাদের চিরশত্রু। আল্লাহর দেয়া দেখানো পথে চলা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ শয়তান থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের অজস্র অস্ত্র দিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম কার্যকর অস্ত্র হল, আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করা যেমনটি কুরআনে আল্লাহ জানিয়েছেন,

> وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
>
> আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।
>
> সুরা আরাফ, ২০০

> وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
>
> আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে সরল পথের।
>
> সুরা আলে-ইমরান, ১০১

হাদিসে কুদসি থেকেও আমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার উপদেশ পাই যা আমাদের সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে এবং আমাদের পথ দেখাবে। আমরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকেও আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ঘটনা জানতে পারি। যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আজিজের স্ত্রী খারাপ উদ্দেশ্যের দিকে প্ররোচিত করছিল তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন,

> قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ - فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
>
> ইউসুফ বলল, হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চেয়ে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার ওপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন এবং তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।
>
> সুরা ইউসুফ, ৩৩-৩৪

আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। কেননা শয়তান যখন আল্লাহর নিকট চ্যালেঞ্জ করলো আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে বলেছিলো,

> إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ.
>
> যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোর কোনো ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোর পথে চলে।
>
> সুরা হিজর, ৪২

আল্লাহ তায়ালা আমাদের আরো অনেক প্রকার অস্ত্র দিয়েছেন তার মাঝে অন্যতম হলো **আল্লাহ তায়ালার জিকির**। আমরা যদি শয়তানের বিরুদ্ধে একটি দুর্গ স্থাপন করতে চাই যা আমাদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করবে তবে সেটা হবে সকাল সন্ধ্যার জিকির। হাদিস থেকে আমরা পাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর জিকিরকারীর উপমা হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে সম্প্রদায়ের লোকদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য একটি দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিরাপদ থাকে।

সোলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় ইফ্রিদ জীন বলেছিলো, "আপনি এখানে দাঁড়ানোর আগেই আমি রানী বিলকিসের সিংহাসন এখানে এনে দেব"। সেখানে অবস্থানরত একজন আলেম বলেছিলো, "আপনি চোখের পলক ফেলার আসেই আমি এখানে এনে দেবো সিংহাসন"। **অর্থাৎ একজন শক্তিশালী জিনের তুলনায় আল্লাহর কালাম যে জানে সে বেশি শক্তিশালী।**

**পরিশেষে** এটাই বলা যায়, শয়তান কখনোই থামবে না কিন্তু যদি আদম সন্তান থেমে যায় তবে সে তার জান্নাতকে হারানোর পথকে খুলে দিল। তাই সর্বদা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে জানা চাই এবং মানা চাই আল্লাহর থেকে পাওয়া নির্দেশগুলো।

# সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ


শয়তান তোমার শত্রু - শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

নেক ছোরতে শয়তানের ধোঁকা - মাওলানা গোলাম জিলানী

নেক সুরতে শয়তানের ধোকা - মাওলানা তানজিল আরেফিন আদনান

শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয় - তালবিসে ইবলিস - ইবনুল জাওযী রহ

আরও অন্যান্য রিসোর্স সমূহ।

**كَمَثَلِ الشَّيۡطٰنِ اِذۡ قَالَ لِلۡاِنۡسَانِ اكۡفُرۡ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیۡ بَرِیۡٓءٌ مِّنۡكَ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الۡعٰلَمِیۡنَ**

তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি।

## সূরা হাশর: ১৬